DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 14 Nov 2026, 03:52 PM

জাতীয়

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে নভেম্বরে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি

প্রতিবেদক: alamin dhakaprobe
প্রকাশের তারিখ: বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬, ০১:৫২ PM



স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আগামী নভেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসার পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে সহিংসতা ও অনিয়ম ঠেকাতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) এসব তথ্য জানিয়েছেন।

সিইসি বলেন, শুধু একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করাই কমিশনের লক্ষ্য নয়। ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোতেও এই মান বজায় রাখার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায় ইসি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো মান নিশ্চিত করতে চায় কমিশন। সম্ভব হলে আরও ভালো নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্য রয়েছে।

তবে একটি ভালো নির্বাচন আয়োজনের মধ্যেই কমিশনের দায়িত্ব শেষ হবে না বলে মন্তব্য করেন সিইসি। ভবিষ্যতেও নির্বাচনের মান ধরে রাখতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

সিইসি বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় প্রতীকে না হলেও প্রার্থীদের পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন থাকতে পারে। এ কারণে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা জরুরি।

ইউপি নির্বাচনে সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে কমিশন। এসব ঘটনা ঠেকাতে নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান সিইসি।

তিনি বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোতে নজরদারি বাড়ানো হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের শরীরেও ক্যামেরা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলেও জানান সিইসি। অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তিতে নির্বাহী ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশের সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন শেষ করতে প্রায় ১০ মাস থেকে এক বছর লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন সিইসি। প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পরে পৌরসভা নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে এসএসসি পরীক্ষা ও বর্ষা মৌসুমে সম্ভাব্য বন্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে বলে জানান তিনি।

২০২৪ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে দায়িত্ব নেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ফেরানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে জানান সিইসি।

এ লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে প্রায় ৭৭ হাজার কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কার্যক্রমে প্রায় ১০ লাখ নারী ভোটারকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখের বেশি মৃত ভোটারের নাম।

নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, সাংবাদিকদের ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া এবং অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। পাশাপাশি নারী প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ানো ও তরুণদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সিইসি বলেন, ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারেন, তা নিশ্চিত করা কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ জন্য রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক ও ভোটারদের সহযোগিতা চান তিনি।

এ বিভাগের আরও খবর



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে এলো ইউরেনিয়ামের ষষ্ঠ চালান

পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য রাশিয়া থেকে আমদানি করা ইউরেনিয়ামের আরও একটি চালান প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে। এ নি...



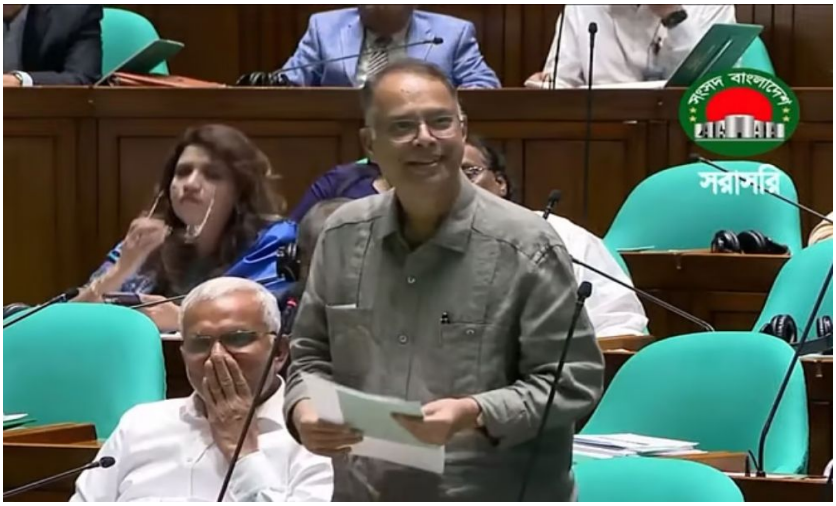
সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানো সম্ভব: প্রধানমন্ত্রী

ডায়াবেটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগের ঝুঁকি ও জটিলতা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছে...



দেশের স্বাস্থ্যসেবায় বড় পরিবর্তন দরকার: রাষ্ট্রপতি

দেশের চিকিৎসাব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, স্বাস্থ্য খাতকে নতুন ক...



জ্বালানি তেল বিক্রিতে বিপিসির লোকসান ২৭ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা

আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় কম দামে দেশের বাজারে জ্বালানি তেল বিক্রি করায় চলতি বছরের মার্চ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোর...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/national/sthaniy-srkar-nirbachn-niye-nbhembre-dlgulor-sngge-snglape-bsbe-isi